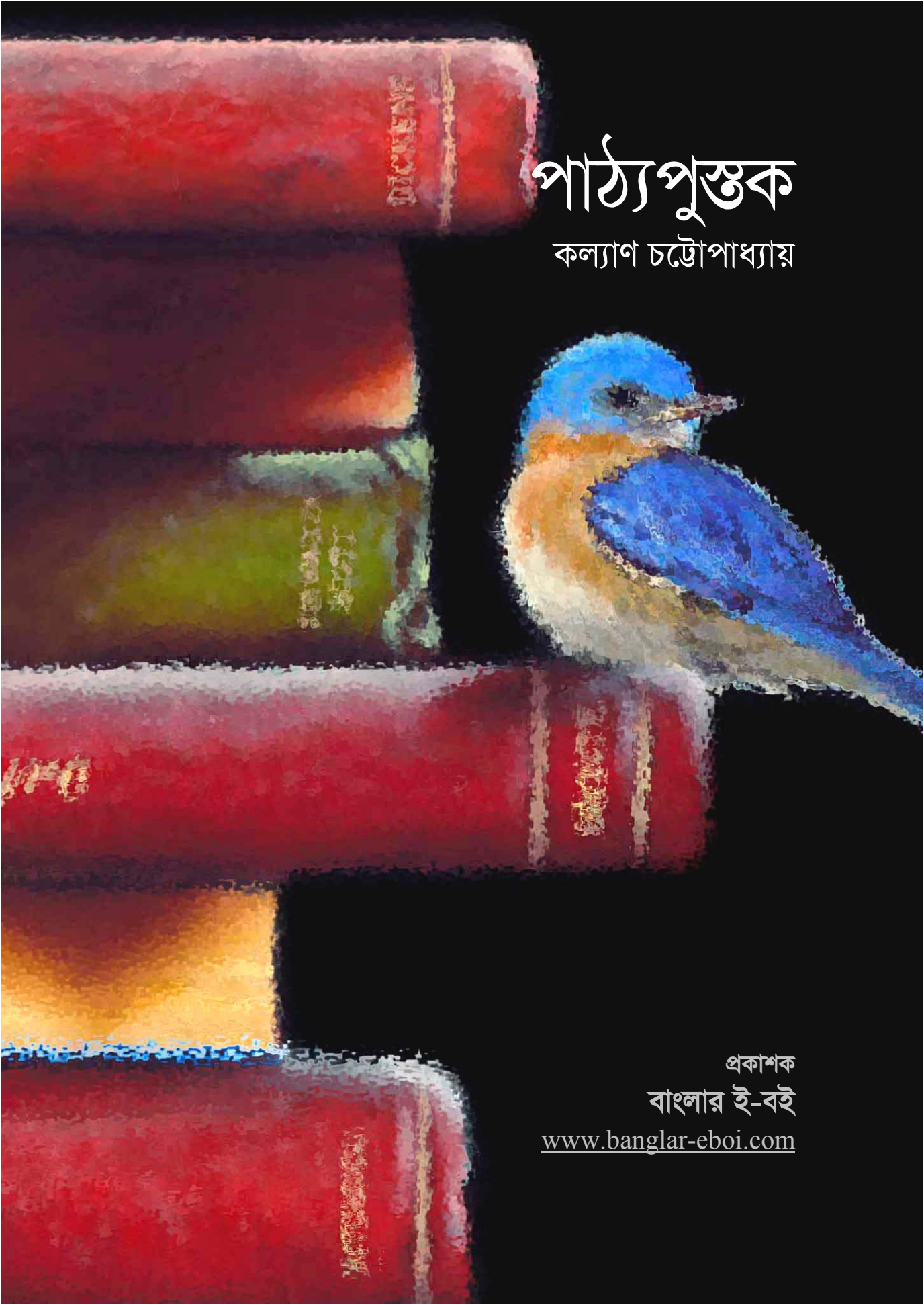
পাঠ্যপুস্তক

কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়



প্রকাশক
বাংলার ই-বই
www.banglar-eboi.com

পাঠ্যপুস্তক

কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়



কথাবার্তা : ০৯৪৭৫৩৪৫৩১১

ই- মেল : k.chattopadhyay@yahoo.co.in

ছবি তুলেছেন : অসীম সাধুখাঁ

কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়

জন্ম
২০ জুন ১৯৭৩
বর্ধমান জেলার পর্বতপুর গ্রাম

শিক্ষা
পর্বতপুর নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয়
পর্বতপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
হরিপাল বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়

সখ
ফোটোতোলা

পুরস্কার ও সম্মান
কবিতাপাক্ষিক- ৫০০ সম্মাননা

প্রকাশিত কবিতার বই
রাত্রির নিজস্ব কথা
পুতুলপ্রেমিক
সাঁতার শেখালে না কেন

সম্পাদিত পত্রিকা
‘কৃতি’

স্থায়ী ঠিকানা
‘নির্মল নীড়’
পর্বতপুর : বর্ধমান : ৭১৩ ৪০৮ : পশ্চিমবঙ্গ : ভারত
কথাবার্তা : ০৯৪৭৫৩৪৫৩১১
ই- মেল : k.chattopadhyay@yahoo.co.in

উৎসর্গ

শ্রী- কে



পাঠ্যপুস্তক
কবিতার ই-বুক

গ্রন্থস্বত্ব
শ্যামাশ্রী চট্টোপাধ্যায়

ই-বুক প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর, ২০১৩
ভাদ্র, ১৪২০

প্রচ্ছদ
আজম মাহমুদ

ই-বুক নির্মাণ ও
সার্বিক যোগাযোগ
সৈয়দ রায়হান বিন ওয়ালী
ই-মেইলঃ rayhan_66@hotmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৮১৭৬১৭৭৬৪
ও
আজম মাহমুদ
ই-মেইলঃ ajombd@gmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৭১৫৫৫১৮১৬

বাংলার ই-বই
ঢাকা, বাংলাদেশ
www.banglar-eboi.com



সূচিপত্র

৭- ১৯ জীবনানন্দ ও জনৈক যুবকের প্রেম : সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য
২০ প্রেমিকসময়
২১ উপহার
২২ শ্যামাশ্রী, তোমার জন্য
২৩ আতঙ্ক
২৪ রাজনীতি
২৫ সবটুকু পারে, সবটুকু নয়
২৬ ঘোর
২৭ অপেক্ষা
২৮ দোলযাত্রা
২৯ সময়
৩০ জোকার- প্রেমিক
৩১ গ্ল্যামার প্রেম
৩২ মধ্যবর্তী শূন্যতা
৩৩ পাঠ্যপুস্তক
৩৪ তুমি তো তেমন সূর্য নও
৩৫ বিপরীত
৩৬ যুদ্ধক্ষেত্র
৩৭ অপ্রত্যাশিত পূজা
৩৮ শোক
৩৯ খুনসুটি হতে পারে না
৪০ নিকট আত্মীয়
৪১ সম্পর্কের গভীরে
৪২ চাঁদেরপাহাড়
৪৩- ৪৫ অনুভবে জেনেছিলেম
৪৬ মিশ্রণ

জীবনানন্দ ও জনৈক যুবকের প্রেম : সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

১

অন্ধকার মাখা পৃষ্ঠাদেরও
ছিঁড়ে ফেলতে চায়নি,
শিশিরমাখা ফুলেদের সাথে
সযত্নে রেখেছে তুলে বুকে ।

অন্ধকার মাখা পৃষ্ঠাদেরও এক
ভূমিকা আছে হৃদয়ে।
শালপাংশু বৃক্ষের মতো
নাই বা থাকুক সূর্য তার শিয়রে,
স্পর্শ তো আছে । প্রেম আছে ।
আছে উষ্ণতা । যা
আলোর মতোই সরলরৈখিক- - -
বুকে তৃষ্ণা আনে । তৃপ্তিও
নিয়ে আসে বুকে
মুহূর্ত মুহূর্ত ধরে,
দণ্ড- পল- অনুপল জুড়ে ।

২

দু'এক মুহূর্ত শুধু রৌদ্রের সিন্ধুর কোলে তুমি আর আমি

দু'দণ্ড হোক আর সমস্ত সময়ই হোক
সঙ্গ তো দিয়েছিল
সে তো প্রেম, যা চিরায়ত ।

হাতে হাতখানি রাখা । চোখে চোখ ।
যত কমই হোক না কেন, শূন্য তো নয় ।
দু'দণ্ড সময় তো দিয়েছিল
তোমাকে সঙ্গ ।

দু'দণ্ডে পেরিয়েছো যা ঘাস
সে সংখ্যাও তোমার জানা নেই, যেমন
ঘন্টার পর ঘন্টা জুড়ে
দুটি শরীর গুণে রাখে কি
ময়দানের ঘাসের পরিমাপ ?

দু'দণ্ড হোক আর সমস্ত সময়ই হোক
সঙ্গ তো দিয়েছিল- - -
সে তো প্রেম । যা চিরায়ত ।

৩

একদিন মনে হ'তো জলের মতো তুমি ।

জলের গভীরে লুকিয়ে থাকে
পাথর
চোরা পাহাড় ।

জাহাজের মতো বুকেরা
এইসব পাথর আর পাহাড়ে ঘা খেয়ে
টুকরো টুকরো হয় ।
ছিন্ন- বিছিন্ন হয় । তবু
দেখেছো কী
রহস্য- রোমাঞ্চ আর আকাঙ্ক্ষা মাখা
মুখেদের সচেতন হতে
যারা বসন্ত চায় !

জলের গভীরেও তো লুকিয়ে থাকে
পাথর
চোরা পাহাড়- - -

৪

আমার এ গান
কোনোদিন শুনিবে না তুমি এসে- - -

তবু কী গান থেমে থাকতে পারে
উষ্ণ রক্তস্রোতে !
কথা কী থেমে থাকতে পারে
রাতে শরীর টুকরো টুকরো হওয়া
জ্যোৎস্না আলোকে !

দূর নক্ষত্রের দেশে আজও
টের পায় যে তোমার অস্তিত্ব
তার ঠোঁট থেকে কেমন করে চলে যাবে
যাবতীয় প্রেমিকভাষা ?

সম্মুখে নাই থাকো
বিশ্ব- ব্রহ্মাণ্ডের কোনো এক সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম কোণে
তুমি আজো পায়চারি করো
সে বিশ্বাস এখনও কী রাখে না
এ বুক ।

৫

আবার বছর কুড়ি পর তার সাথে দেখা হয় যদি !

তৎক্ষণাৎ বজ্র আর বিদ্যুৎ এসে যাবে
তোমার শরীরে ।
মুহূর্তের জন্যে হলেও
সব মেঘ সব দুঃখ সরে গিয়ে
বজ্র আর বিদ্যুৎ এসে যাবে
তোমার শরীরে ।

দীর্ঘ দিনের না বলা
কথা
কৈশোর আর যৌবনের না বলা
কথা
ঠোঁটে এসে
বজ্র আর বিদ্যুৎ হয়ে উঠবে ।

বয়ঃক্লান্তির ভারে
দু'চারটে সন্তানের ভারে
ভুলে যাওয়া
বসন্তউৎসব
ফিরে পাবে ।

রাত্রির পর রাত্রি
জেগে জেগে
পঙ্গু আর কোটরাগত
শরীরে
মুহূর্তের জন্যেও
বজ্র আর বিদ্যুৎ নেমে আসবে

যা তুমি কোনোদিন
ভাবতে পারোনি
যা তুমি কোনোদিন
ভাবতে পারবে না ।

৬

তোমার সমস্ত শরীরে মিশে রয়েছে
বাংলার হাওয়া, ঘাসফুল
বাংলার মাটি ।

তোমার সমস্ত শরীরে আটকে রয়েছে
আম- বট- হিজল আর অশ্বত্থের চির নিস্তব্ধতা- - -
মুহূর্ত মুহূর্ত ধরে তার
দীর্ঘ দীর্ঘতর চুম্বন ।

জন্ম জন্মান্তরের ভালোবাসা
সে তো বাংলাই । এর আকাশ
নীল সামিয়ানার নীচে বারবার
পাততে চেয়েছো ঘর- সংসার,
কলমের নিজস্ব হৃদয় ।
এই তো প্রেম, তোমার অমর ভালোবাসা । তবু

তোমার পাণ্ডুলিপি, তোমার সৃষ্টির পরিধি
আজ পৃথিবীর প্রতিটি অক্ষে, প্রতিটি
দ্রাঘিমা রেখার ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশে ।

৭

সুরঞ্জনার সাথে তুমিও কী নেই
এই পৃথিবীতে মানুষ জগতে ।

তরুণ কবি তার
সৃষ্টির আগে, ঈশ্বরের সাধনার
প্রাকমুহূর্তে
তোমার পায়ের ওপর তার নবীন
হাত দুটি স্পর্শ করে না কি, পড়ে না কি
তার চোখ দুটি তোমার আলোক অক্ষরে ?

সুরঞ্জনার সাথে তুমি কী নেই
এই পৃথিবীতে, তরুণ
কবির জগতে ।
প্রতিটি প্রেমিক- প্রেমিকার
হিমোগ্লোবিনে ।

৮

সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ
বিকেলের নক্ষত্রের কাছে ;

বিকেলের নক্ষত্র- - -
সূর্যের শেষ আলোকে লুকিয়ে রাখা
বিকেলের নক্ষত্রও তো
পেয়েছে খুঁজে
দূর দ্বীপের হৃদয় । নিজস্ব রক্ত ।

দূরদ্বীপের দারুচিনি বনানীর
তীব্র অন্ধকার আর নিস্তব্ধতাও তো
পেয়েছে খুঁজে, খুঁজতে হয়েছে
যুদ্ধবাজ তীরের মতো ।

সে কী প্রেম নয়- - - প্লেটোনিক প্রেম ।
চোখের গভীরে জমে থাকা
ঘাস, মাটি, পৃথিবীর সখ্যতা
ঝরে কী পড়েনি
বিকেলের নক্ষত্রের বুক থেকে ।

সে কী প্রেম নয়, নয়
ভালোবাসা ।

৯

বোলো নাকো কথা ওই যুবকের সাথে:

শুধু ওই যুবক কেন
সমস্ত যুবকই তো বিষ, গরল
নিদিষ্ট প্রেমিকের প্রেমিকার ।

তাই তো সাবধান বাণী,
তাই তো আগলে আগলে রাখা
যুবক এবং যুবকদের থেকে ।

নিবিড় নিবিড় ভাবে
চোখটিকে পাওয়া,
নিবিড় নিবিড় ভাবে
মুখটিকে কাছে টানার
সে তো নির্দিষ্ট
প্রেমিকের- প্রেমিকার ।

শুধু ওই যুবক কেন
সমস্ত যুবকই তো বিষ- গরল
তাই তো আগলে রাখা- - -
তাই তো সাবধান বাণী ।

১০

যে চিঠির উত্তরের অপেক্ষায় তুমি

চঞ্চল

সে তোমার প্রেমিকা নয় ।
ভুল ঠিকানা লেখা চিঠি চলে গ্যাছে
অন্যের প্রেমিকার হাতে ।
সে তোমার ভুল ।

কৈশোরের জঙ্গলমাখা চোখ
বয়ঃসন্ধিতে এসে পথ উল্টে ফেলে ।

১১

ভাঁটফুল, ঘেঁটুফুল, আকন্দপাতারা
এখনও কী পা'গুলো ধরে না জড়িয়ে
আমাদের ।
এখনও কী বলে না কেঁদে কেঁদে :
ওগো তরুণ কবি
আমাদের জীবনীকারের লেখনী কোথায় হারালে
তোমরা ?
কোন মেঘ, কোন রাত্রির বুকে
রেখে এলে আমাদের ধাত্রী জনককে ?

আমরা কী বলতে পেরেছি কোনোদিন
আমরা কী বলতে পারবো কোনোদিন
ভাঁটফুল, ঘেঁটুফুল, আকন্দপাতাদের
তোমার ঠিকানা ।

ওরা কী প্রেমিকা নয় তোমার ?
ওরা কী গৃহিনী নয় ?

১২

শূন্য মনে হয়

শূন্যতাও এক বোধ । তারও গভীরে জেগে আছে এক অস্পর্শনীয় চেতনা । স্বপ্ন, শান্তি, ভালোবাসা এসবের অনেক ওপরে জেগে থাকা এই বোধ মানব হৃদয়কেই পারে অপার্থিব করে তুলতে । তখন সবকিছু শূন্য মনে হয় । প্রিয় কলমও তখন খুঁজে পায়না নিজস্ব ভাষা, অক্ষর । নিজস্ব বুক ।

শূন্যতাও এক বোধ । তার গভীরে জেগে থাকে এক অস্পর্শনীয় চেতনা ।

১৩

এই সমস্ত কী কবি জীবন নয় ।
এই সমস্ত কী কবিতা নয় ।
নিজস্ব বোধ ও বুদ্ধিকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে যে
ভাষার জন্ম তাই তো সৃজন, তাই তো
সৃজন সত্তা, জীবন ।

মৃত্যু ক্ষণেই কি সব কিছু মুছে যেতে পারে ?
সব কিছু পুড়ে যেতে পারে চিতাকাঠে ?

পঞ্চভূতে লীন হওয়া এ নশ্বর দেহ
সেই তো মানব, যে মানব সারা
জীবনকাল ধরে জমিয়ে জমিয়ে রাখে
তৃষ্ণা । পৃথিবীর অমোঘ প্রেম । তা কি
নিমেষেই শেষ হয়ে যেতে পারে ?

'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব বেঁচে থাকে'

প্রেমিকসময়

কোনোদিন যদি শুনে ফেলি
তোমার প্রেমিক ছিল
আমি তবে আগে ভুল বুঝবো না
রাতের ভালোবাসায় জেনে নেবো
তার কাছে তোমার কত অন্তর ছিল

ভালোবাসা সুধার মতো, সুরাও
জানি সকলেরই এইসব প্রয়োজন আছে
আমি কবে আসবো বলে
তোমাদের এইসব অপেক্ষা মানায় না

যৌবন শরীর নয়, প্রেম চায়
এইসব পেতে গেলে প্রেম প্রেম বন্ধু চাই
প্রেমিকসময়

এইসব ছোটো ছোটো ভালোবাসা
সুদূরের দাম্পত্যে সুখ নিয়ে আসে

উপহার

আজ বারবার তোমাকে মিস করছি
আমাদের বিয়ের আগে এটাই শেষ বইমেলা
সারাটা সন্ধে ছুঁয়ে যাচ্ছে
বড়ো শহরের কালচার । পশ্চিমি ঢঙ
মিডিয়ার বাড়াবাড়ি

তবু এইসব ভেঙে চাঁদ ওঠে
বহুতলের মাথায়
চাঁদ নিয়ে হাজার কবিতা হয়েছে জানি

তবু আজ তোমাকে বড়ো শহরের চাঁদ
উপহার দিতে চাই

সেটাই খুঁজতে গিয়ে আমি
দূষণ জ্যোৎস্না মাখা
'শেষেরকবিতা' কিনি

শ্যামাশ্রী, তোমার জন্য

দ্যাখো, এরকম চলতে থাকলে একদিন আমি পাগল হয়ে যাবো

এই যে দিনের পর দিন আমার থেকে দূরে সরে থাকা
আমার শরীরে আগুন জ্বলে ওঠে

তুমি বলো, 'ভালোবাসো,
ভালোবেসে শরীরে সমতা নিয়ে এসো'

এইসব কথায় আমার হৃৎকম্প বেড়ে যায়
উচ্চ রক্তচাপে মাথা জমাট হয়ে আসে
আমি একটু একটু করে হারিয়ে ফেলি বাকশক্তি

এইসব অসুখ ভালো নয়- - -
ভালো নয় জেনেও রাতের পর রাত
তারা ভরা আকাশের দিকে চেয়ে থাকি
যখন তুমি দূর শহরে হোস্টেলে থেকে
পরীক্ষার প্রস্তুতি নাও

আতঙ্ক

মনে হল রাতদিন সাতদিন তোমাকে চাই
তোমাকে চাই একান্ত ব্যক্তিগত শব্দমালায়
যে জীবন ছুটে চলেছে সুপারসোনিক স্পিডে
তার কোনো ভগ্নাংশেই তোমাকে ছাড়তে চাই না

পৃথিবী জুড়ে বড়ো দুঃসময়
জ্যোতিষি থেকে বিজ্ঞানী প্রত্যেকেই নিদান দিচ্ছে
কেউ নক্ষত্র দেখে, কেউ পরমাণু দেখে
শিউড়ে দিচ্ছে জনগণ

আমিও এর ব্যতিক্রমী নই
চারপাশে প্রতিদিন ফেটে ওঠা ছোটো বড়ো বোমায়
আতঙ্কিত,
আতঙ্কিত তোমাকে দূরের হোস্টেলে পড়াতে রেখে

রাজনীতি

জোড়ায়, জোড়ার মতন বসবো আমরাও
ময়দান, ভিক্টোরিয়ায়
জীবনের যত গোপন তাকানো
স্পষ্ট সোজাসুজি হয়ে যাবে

অফিসটাইমের ফুটপাতে দেবীস্মরণ ঘটে
এইসব অনুভূতি তোমার অনুভূত নয়
আমার হাজার কথা তুমি মিথ্যে করে দাও

বর্ষা ও বৃষ্টির আবহাওয়া জানি ভিজে ভিজে হয়
তোমার চুলের ফাঁকে কত মেঘ জমে আছে
তা তুমি নিজেই জানো না সঠিক

আমার শূন্য হাতে প্রেম চাইতে গেলে
মিটিং- মিছিলে দাঁড়াতে বলো ব্রিগেড প্যারেডে

সবটুকু পারে, সবটুকু নয়

জোর করে ভালোবাসা হয় না,
হয় না সংসার
কুমারী মেয়ে, যে পুরুষ শুধু তোমাকে নয়
তোমার ভালোবাসাকে ধর্ষণ করে চলে গেছে
তাকে আর ফিরে আসতে বোলো না সিঁদুরকৌটোয়

আইন সবটুকু পারে- - -
শুধুমাত্র ভাঙা কাচ, ভাঙা মনটুকু
জুড়ে দেওয়া ছাড়া
জীবন কী এতই সহজ
মীমাংসা ধরে আনবে স্নেহ- মমতাকে

পুরুষেরা সবাই অসুর হয়ে যাচ্ছে
মেয়েরা, তোমরাও বড়ো হও
মেয়েমানুষি ছাড়ো

মনে রেখো, পুরুষেরা সবটুকু পারে
কিন্তু অন্তঃসত্ত্বাটুকু ছাড়া

ঘোর

যে- দিন খুব ঘোর লেগে যায়
যে- দিন কবিতার শরীর, রক্ত, মাংস চটকে
খুব ঘোর লেগে যায়
সেদিন অফিস যেতে মন চলে না

এইসব দিনে হাওড়াব্রিজে এসে বিবাগী হই
গঙ্গার জল দেখি, দেখি স্রোত- - - ব্রিজের ওপর নীচে

অন্তরে কে গোপন কথা বলে
সে কি নিজেরই ছেলেবেলা, ছেলে ছেলে খেলা দিন
খুব ঘোর লাগে, মাথা ঝিম ঝিম করে
কুয়াশা কুয়াশা দৃষ্টি

শরীরে এমন হলে তুমি খুব কাছে থেকো শ্যামাশ্রী

অপেক্ষা

তোমার কথা বলতে গেলেই সেই টগরগাছের কথা এসে যায় আর
টগরগাছের কথা এলেই ঊনিশশো নব্বুইয়ের সেই সব সকাল
যে সকালগুলি কোনো ঋতুর পরোয়া করতো না পরোয়া করতো না
গরমের পোশাক বা শীতকাপড়ের
শুধু তারা মেনে নিয়েছিল
ছ'টার মতো একটা নিয়তি সময়

কী কী গুণ থাকলে সময়কেও খুন করা যায় তা আমার জানা নেই
তুমি জানতে বলে তাও সহজ হলো

কাহিনী কি মন বুঝতে পারে
আমাকে আউট করে অন্য বন্ধু বেছে নিলে
যার কোনো টগরগাছ ছিল না, যার কোনো সকাল ছিল না
যে তোমাকে নিয়ে সব ঋতুতেই গ্রীষ্ম করে তুলতো
আশ্রমবাড়ির নির্জন আড়ালে

তোমার খেয়ালি মন টগরগাছের গায়ে
শুধু আমার দাঁড়িয়ে থাকা লিখে দিলো সমস্ত জীবন

দোলযাত্রা

তুমি এসে চিনিয়ে দাও রং কথা পালনের জায়গা
সামনে দাঁড়িয়ে গেছে ফাল্গুনি পূর্ণিমা
খুঁকি মেয়ে দোল- দোল দুলুনি করে চলে গ্যাছো
কপালে সকাল- রং সূর্য

আমি অন্ধপুরুষ
কার গায়ে রং দিয়ে ভঙ্গ করবো
বাৎসরিক ছুঁয়ে দেওয়া উপবাস



সময়

ভালোবাসা ও বিরহ একাকার হয়ে গ্যাছে ।
রুটি স্যাঁকা শরীর কাকে দেখাবে বলো ।

উনিশশো নব্বুই । প্রার্থনা দৃষ্টি
কত মনন ছিল সে খবর শুধুমাত্র
মাধ্যমিকের পড়ারাই জানে !

ব্ল্যাকবোর্ড । শ্রেণিশিক্ষকের
কষে দেওয়া অঙ্কের দিকে তাকিয়েও
আলোকচিত্রী চোখ কেবলি
বাঁদিকের বেঞ্চে ।

তুমি তো আর ষোড়শ নও,
ষোড়শীরাও নেই পাশে !

জোকার- প্রেমিক

যে মেয়েটি এইমাত্র ফিরে গেল
ভানুমতির খেল দেখিয়ে
আমি কি পারি না হতে তার জোকার- প্রেমিক

আমি আর বাজাবো না বাঁশি
অ্যাত ক্যানো শুকিয়ে দিচ্ছো মাস- বৈশাখ
তার চেয়ে পুড়িয়ে দাও এই প্রেমিকের দেহ

আমার কোনো গাছবন্ধু নেই

সড়কপথ ছেড়ে দিয়ে
শাখা- প্রশাখা রাস্তায় ঢুকে দেখি
একদল দেহাতি মানুষ লেগেছে সার্কাস খেলায়

আসলে ওদেরও কোনো গঙ্গানদী নেই

গ্ল্যামার প্রেম

অ্যাতোদিনের না পাঠাতে পারা প্রেম
দলা পাকিয়ে উঠছে বুকে
কত গ্রাম, রাস্তা, ইস্কুল- কলেজ
তোদের কাছে গেছি
তোরা সব বদলে গেলি কবে

আমার তো কোনো অ্যারিস্ট্রোক্রেট পাড়া নেই
নেই নিদেনপক্ষে সরকারি চাকরিও
সব জীবনটাই অবসর

যেন প্রেমেরও শ্রেণিবিভাগ আছে
প্রশ্ন- উত্তর পর্যায়, গ্ল্যামার, রূপালিপর্দা



মধ্যবর্তী শূন্যতা

স্মৃতি ও সৃষ্টির একমধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছি
কাগজ- কলম একাকার করে এগোতে চাইলেই
দশবছর পনেরোবছর পিছিয়ে যাই
মহাকাল এমন সন্ধিক্ষণ এনে দিলো
সময়ও স্থির হয়ে ওঠে
বন্ধুরা যে যার এগিয়ে চলেছে
কেউ কেউ প্রেমিকাকে ছেড়ে নতুন সংসার
সন্তান- সন্ততি নিয়ে সুখে আছে
আমি শুধু স্মৃতি ও সৃষ্টির দোলায়
স্থির আরও স্থির হয়ে উঠি

পাঠ্যপুস্তক

দ্বিতীয়ার চাঁদ উঠলে অমাবস্যার কথা ভুলে যাই
ঝগড়া হওয়া যে বান্ধবীর সঙ্গে তিনদিন পরেই
কথা বলা শুরু হয়ে যায়
তার প্রমোদ জন্মদিনে
অনায়াসেই উপহার তুলে দিই হাতে

দু'রাত কী তিন রাত আগের ঘটনাগুলো
৪৮ ঘন্টা থেকে ৭২ ঘন্টার মধ্যে ফ্লিম হয়ে ওঠে
তখন অমাবস্যা কিংবা ঝগড়া থেকে শিক্ষা নেওয়া ছাড়া
আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না

তুমি তো তেমন সূর্য নও

তুমি ভেবেছিলে দু'হাত বাড়ালেই
মাটি খুঁজে পাবে ।
মাটি খুঁজে পাওয়া কী এতোই সহজ !
কোটি কোটি বছর ধরে গড়ে ওঠা
এই মিশ্র উপাদানে মিশে আছে কত উত্তাপ
একবার দেখে নাও লেজার উল্টে ।

তুমি তো তেমন সূর্য নও
দু'হাত বাড়ালেই
ভায়োলেট ঝরে পড়বে ।

তবে তুমি কেন পাবে মাটি
পাবে কেন বিপরীত বুক !

বিপরীত

অহংকার বলতে তো তোমার মুখ ঘুরিয়ে রাখা ।

মানুষের বিভাজন রেখা টেনে দেখেছি
অন্ধকারও কারোর কারোর ভালোবাসা হয় ।
ধরে নাও আমি এই শ্রেণিভুক্ত ।

কপাল ও ঠোঁট সরাসরি না পেলেও
মুখ রেখেছি তোমার কালো চুলে ।

পর্দার ওপারের আলো এখানেও পর্যাপ্ত ।



যুদ্ধক্ষেত্র

আজ ডাক বের হয়নি কোথাও
নীল রঙে লেখা চিঠি তাঁবুর বাইরে আকাশ দেখছে
স্বর্গীয় যুদ্ধক্ষেত্র মনখারাপের কোনো মন শেখেনি
অথচ দ্যাখো প্রতিটি হরফ জুড়ে পোড়া বারুদের গন্ধ

শুধু শীতল টেলিফোন বেজে ওঠে:
দূরে অপেক্ষমান স্ত্রী,
তুমি অপেক্ষার কাঁটা কিছুটা বাঁ- দিকে ঘুরিয়ে দাও

অপ্রত্যাশিত পূজা

অপ্রত্যাশিত ভাবেও কেউ কেউ এসে যায়
তখন নিজেকে পূজারী মনে হয়
দেহতত্ত্ব স্বপ্নতত্ত্ব - - - এই দুই তত্ত্বের মধ্যবর্তী স্রোত
বড়ো অলৌকিক ভাবে ছিঁড়ে ফেলে সময়
বুদ্ধপূর্ণিমার মতো দু'চারটে আলোকময় দিন
শান্তি স্বস্তি হোমে ভরিয়ে দেয় কুলীনপ্রেমিক

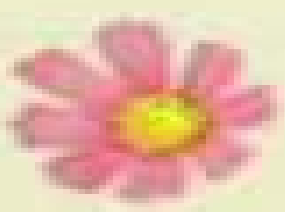
শোক

দীর্ঘ প্রেমের পর শুধু আলস্যটুকু নিয়ে বেঁচে থাকা
জীবন তো ভালোবাসার ভগ্নাংশ মাত্র
সংখ্য- অসংখ্য চাঁদরাত্রিগুলি ঘিরে থাকে

আমার ভবিষ্যৎ বেড়া কতটা পলকা
তার গল্প জানে হিমেল হাওয়া
নাভিকুন্ডল থেকে উঠে আসা কান্না
বুকে চেপে থাকা

দ্বিধাহীন পদক্ষেপ পড়ে হাইরোডে
জটিলপানীয় এসো ঘনিষ্ট সংঘবদ্ধ হও

আত্মায় জেগে ওঠে আদিমপ্রবৃত্তি



খুনসুটি হতে পারে না

এইভাবে কেউ ভাব টানতে বলেনি
কী দরকার ছিলো সেধে গায়ে পড়ে
কথার পূর্ণচ্ছেদ তুলে দিতে

শুরু হলো তো আবার সেই বিপরীত
ঘাস ছেঁড়ার খেলা
শরীরের এক পিঠে আলো, অপর পিঠে অন্ধকার

আর এক নির্জন বৈকালিক গল্পবলয় থেকে
সন্তর্পণে উঠে আসছে
পৃথিবীর মতো দীর্ঘশ্বাস

কোনো মতেই যা খুনসুটি হতে পারে না

নিকট আত্মীয়

সারাটা জীবন ধরে অসংখ্য ছবি এঁকেছি হৃদয়ে ।
এইসব ছবি একান্ত নিজস্ব,
এইসব ছবি একান্ত নিজস্ব শিল্পকর্ম ।

সারাটা জীবন ধরে অসংখ্য ছবি এঁকেছি হৃদয়ে ।
এইসব ছবির ভেতর জমা হয়ে আছে
আমার বিগত প্রেম, ভালোবাসা
জঙ্গলরঙের বর্ণলিপি মাখা মুখ ।

সারাটা জীবন ধরে অসংখ্য ছবি এঁকেছি হৃদয়ে- - -
এইসব ছবিই এখন আমার নিকট আত্মীয় ।

সম্পর্কের গভীরে

ক্রমশ ঝাপসা হয়ে উঠছে রাতের ল্যাম্পপোস্ট ।
যে বৃষ্টি শীতল করে তুলছে হৃদয়
তার গভীরতা পরিমাপ করবে তুমি কী দিয়ে ?

এই যে চারদিক থেকে উঠে আসছে যে
লাবণ্যময় রাত, তারও হৃদয়ের কথা
জানতে চেয়েছো কী কোনোদিন !

শুধু চেয়ে দ্যাখো
ক্রমশ ঝাপসা হয়ে উঠছে রাতের ল্যাম্পপোস্ট আর
আমাদের রাত্রিকালীন সহবাসও
এখন শীতল থেকে আরো শীতল হয়ে উঠছে ।

চাঁদেরপাহাড়

নিজস্ব পৃথিবী ক্রমে কক্ষপথ থেকে সরে যেতে চায়
এখানে সূর্য তত প্রকট নয়
যেভাবে আলো আসে, মেঘ- বৃষ্টি আসে

পাঁচমেশালি ঋতুর মধ্যে মিশে থাকে শরীরী আবর্তন
শীত- গ্রীষ্ম- বর্ষা বড়ো খামখেয়ালি
২৪- ঘন্টার ভেতরেই এরা সব ছুঁয়ে যেতে পারে

শরীর সব ভাষা বোঝে শুধু পরিবর্তনের মধ্যবর্তীটুকু ছাড়া
শরীরে জ্বর আসে কামগন্ধ নিয়ে
বিপরীতে কোনো টান নেই,
দাঁড়িয়ে থাকে স্থির চাঁদেরপাহাড়

অথচ পূর্ণিমার চাঁদও তত উজ্জ্বল ঠেকে না চোখে

অনুভবে জেনেছিলেম

১

ছেঁড়া ছেঁড়া কষ্টের মধ্যে আমার জীবন
সারাদিন হেঁটে যায়
বড়ো শহরের ব্যস্ততা তোমার মুখকে
মুছতে পারবে না

কত বড়ো মহিলা আছে
যে আমাকে কেড়ে নিতে পারে- - -
শুধু তোমার মুখেই দেখেছি আমি
নিজস্ব অন্তর

ভালোবাসা আকাশ সমান
একফোঁটা বৃষ্টি মধ্যে ধরে রেখেছি তাকে
বুকের গভীরে

২

জীবন আমার আশ্চর্যপ্রদীপ
তুমি এলে শরীর আসে
আর আসে ওষুধের ভেতর

এসবের বাইরে সারাদিন সন্ন্যাসী
কখনও গহনভাবে গৃহস্থ্য
দু- বেলা তোমার সাথে খুনসুটি

যেটুকু সময় ছেড়ে দেয় দূরের আপিস

৩

ভাঙা জীবনের ভেতর তুমি আলো ফেলে দিলে
তার বিচ্ছুরণ আমার শরীর জুড়ে শিহরন জাগায়

একদিন এইসব স্বপ্ন ছিল
ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মতো মন ধুলো ছুঁয়ে যেত

এখন বৃষ্টিরাই আমার সাথে সারাদিন খেলা করে

মিশ্রণ

তোমার ভাষার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে আমার ভাষা
তোমার শরীরের মধ্যে আমার শরীর
আসলে এসবই সাজানো সংসার, গার্হস্থ্য
প্রচ্ছদদরজা খুললেই আলো- অন্ধকার সময়

সমস্ত জীবনই বাজারি পণ্য, দর কষাকষি
লাল সেলোফিন, নীল সেলোফিন মোড়া
সহজ কিস্তি, ডাউন পেমেন্ট, জিরো পার্সেন্ট
চালাকির সুদে গড়ে ওঠা নতুন সম্পর্ক

আহা! ভুলে গেলে চলবে কেন
প্রজাপতি ঋষি নিজেই একজন ঘোরেল ব্যবসায়ী
আর তার উত্তরসূরিদের দল সুকৌশলে
এর সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে তাকে